30 DEC 2016

হাসি আনন্দের ঝরনাধারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত বছরের তুলনায় ফল ভালো হওয়ার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ফল বিশ্লেষণের জন্য যে ক'টি সূচক বিবেচনায় নেয়া যায় তার সব ক'টি এবার ইতিবাচক ও উর্ধ্বমুখী। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী, পাসের হার, পাস করা শিক্ষার্থী, শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান, শূন্যভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানসহ সব ক'টিতেই গত বছরের তুলনায় এবার ভালো।'

এছাড়া পিইসি এবং ইইসির ফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেছেন, শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়সহ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবারের ফল গত বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে। আমরা এই ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়ভিত্তিক পাসের হার প্রতিটিতে ৯৯ শতাংশের ওপরে। শিক্ষার্থীরা যা লিখেছে সে অনুযায়ী নম্বর পেয়েছে। কাউকে ইচ্ছাকৃত বেশি নম্বর দেয়া হয়নি বা উত্তরপত্রে নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার কোনো নির্দেশনা ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, খাতায় লিখতে না পারলেও শিক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দেয়া হচ্ছে— এমন অভিযোগ তিনি আগেও শুনেছেন। লোকমুখে তো নানা কথাই হয়। কিন্তু এর কোনো বাস্তবতা নেই। আমার তিন বছরে আমি এমন নির্দেশনা দেইনি। এ মন্ত্রণালয়ে এর আগে দায়িত্ব পালন করা দু-তিনজন সচিবও তাকে জানিয়েছেন— এ রকম কোনো নির্দেশনা তারা কখনই দেননি। আমরাও কোনো নির্দেশনা দেইনি।

উল্লেখ্য, এই চার পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে এবারও মেধাবৃত্তি দেয়া হবে। ২০০৯ সালে সমাপনী এবং ২০১০ সালে জেএসসি পরীক্ষা চালুর আগে বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবৃত্তি দেয়া হতো।

উত্তীর্ণদের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন : বৃহস্পতিবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আর পিইসি-ইইসি পরীক্ষার সারসংক্ষেপ দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক সমাপনী ও ইবতেদায়ি পরীক্ষার সনদ শিশুদের মধ্যে আস্থা তৈরি করবে, আত্মবিশ্বাস জোগাবে। তিনি চার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তি। বর্তমানে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী বেশি স্কুলে যাচ্ছে। ছেলেদের সংখ্যা কেন কমে আসছে, এটা দেখতে হবে। কারণ আমরা জেন্ডার ইকোয়ালিটিতে বিশ্বাস করি। তিনি পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, যখন বৃত্তি পরীক্ষা হতো, তখন কিছু শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হতো। এতে করে বাকিদের প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগ দেয়া সম্ভব হতো না। ৩০-৪০ জনের মধ্যে যারা মেধাবী তারাই সুযোগ পাবে, বাকিরা বঞ্চিত হবে; এটা কেন? সবাই পরীক্ষা দেবে। তার মধ্য থেকে যারা মেধাবী তারাই বৃত্তি পাবে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

আট সূচক : ভালো ফলের মানদণ্ড নির্ণয়ে মোট ৮টি সূচক নির্ধারণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এগুলো হচ্ছে— অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, পাস করা শিক্ষার্থী, পাসের হার, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী, শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান, শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্র সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠান সংখ্যা। মন্ত্রণালয় বলছে, এসবের মধ্যে প্রতিটি সূচক ইতিবাচক।

বিষয়ভিত্তিক পাসের হার : জেএসসির ৮টি শিক্ষা বোর্ডের ৭টি বিষয়ের পাসের হারের চিত্র পাওয়া গেছে। গত বছরের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ইংরেজি, গণিত এবং সাধারণ বিজ্ঞানে এবার পাসের হার গতবারের তুলনায় ভালো। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের মতে, পাসের হার বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ এটি। এ বছর ইংরেজিতে কুমিল্লা এবং বরিশাল ছাড়া আর সব বোর্ডের পাসের হার বেশি। এই বিষয়ে সবচেয়ে কম পাস করেছে কুমিল্লা বোর্ডে, ৯২ দশমিক ০৮ শতাংশ। দেশে ৮ বোর্ডের মধ্যে সার্বিক পাসের হারও এই বোর্ডে সবচেয়ে কম। গণিত এবং বিজ্ঞানেও এ বোর্ডে গতবারের চেয়ে এবার পাসের হার কম। সেই হিসাবে বলা যায়, এই তিন বিষয়ের ভালো ফলই সার্বিক পাসের হারে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বাংলা, বাংলাদেশ এবং বিশ্বপরিচয়, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা বিষয়েও গত বছরের তুলনায় এবার ভালো করেছে বিভিন্ন বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। এমনকি এসব বিষয়ের কোনোটিতে পাসের হার শতভাগের কাছাকাছি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, এবার ফল আরও ভালো হতে পারত। বাংলা, ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য বোর্ডে পাসের হার ওঠানামা করেছে। এর প্রভাব পড়েছে মোট পাসের হারে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, পাসের হার ও জিপিএ-৫ বাড়ছে— সেটি ইতিবাচক। তবে প্রত্যাশিত যোগ্যতা নিয়ে পাস করছে কিনা সেটি দেখতে হবে। আবার যেই যোগ্যতা অর্জন করছে সেটি কি স্কুল থেকে করছে, নাকি কোচিং সেন্টার থেকে, সেই বিষয়টিও দেখতে হবে। যদি যোগ্যতা অর্জন কোচিংয়ের মাধ্যমে হয়, তাহলে সেটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেবে। যেমনটি নেপালে হয়েছে। যখনই সেখানে কোচিং সয়লাব করেছে, শিক্ষার মান কমেছে।

তিনি আরও বলেন, যদি শুধু পাস দেখানোর জন্যই হয়— তাহলে সমস্যা। আমরা বইয়ের বোঝা কমাচ্ছি কিন্তু পরীক্ষার বোঝা চাপাচ্ছি [illegible] নয়। আমার প্রথম আপত্তি পরীক্ষা নিয়ে। এগুলো কোনো [illegible] করে না। কোচিংকে উৎসাহিত করে। এই পরীক্ষা কোচিংকে গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আমি অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি— এই পরীক্ষায় কোনো লাভ হয় না।

তিনি বলেন, আমার মনে হয়— পরীক্ষায় অতি মূল্যায়ন হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পাস করছে ঠিকই, কিন্তু সেই যোগ্যতা নিয়ে করছে না। শিক্ষার মান ক্রমেই কমছে। এ সময় তিনি কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

জেএসসির ফলের সারসংক্ষেপ : জেএসসি পরীক্ষায় পাসের হার তিন বছরের মধ্যে এবার বেশি। ২০১৪ সালে মোট পাস করেছিল ৮৯.৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। গত বছর তা বেড়ে ৯২.৩১ শতাংশ হয়। এবার সেখানে পাসের হার ৯২.৮৯ শতাংশ। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এবার মোট অংশ নিয়েছে ১৯ লাখ ৯৩ হাজার ৩১৬ জন। এর মধ্যে ১৯ লাখ ২৯ হাজার ৯৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৩৫ হাজার ৫৯। গত বছর ছিল ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০২ জন।

এ বছর জেএসসিতে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী, পাসের হার ও জিপিএ-৫ তিনটিই বেড়েছে। পাসের হার বেড়েছে দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ বেড়েছে ৪৭ হাজার ৫৫৭টি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৬৪ হাজার ২১৭ জন এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০ হাজার ৭২৬ জন। ২ হাজার ২টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৯ হাজার ৬৮৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে ৬ হাজার ২৪৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে। একজন শিক্ষার্থীও পাস না করা প্রতিষ্ঠান ৮টি।

পিইসির ফলের সারসংক্ষেপ : পিইসি পরীক্ষায় পাসের হার সামান্য কমেছে। জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এবার এ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৮ লাখ ৩০ হাজার ৭৩৪ জন। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৭ লাখ ৮৮ হাজার ৪৩২ জন। গত বছর ২৮ লাখ ৩৯ হাজার ২৩৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল ২৭ লাখ ৯৭ হাজার ২৭৪ জন। গত বছর গড় পাসের হার ছিল ৯৮ দশমিক ৫২ ভাগ। এবার তা ৯৮ দশমিক ৫১ শতাংশ। ২০১৪ সালে যা ছিল ৯৭ দশমিক ৯২ ভাগ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২ লাখ ৭৫ হাজার ৯৮০ জন। এবার এই সংখ্যা ২ লাখ ৮১ হাজার ৮৯৮ জন। ২০১৪ সালে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২৪ হাজার ৪১১ জন। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাসের হারের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে বরিশাল বিভাগ। আর সবচেয়ে কম পাস করেছে সিলেট বিভাগের শিক্ষার্থীরা। বরিশাল বিভাগে পাসের হার সর্বোচ্চ ৯৯.০৯ ভাগ। সিলেটে পাসের হার ৯৭ দশমিক ২৫ ভাগ।